ফেরেশতার দোআয় ধন্য যারা

সংকলন : শাইখ খালিদ বিন মুতলাক আল-মুতলাক

অনুবাদ : আল-আমীন বিন ইউসুফ

সম্পাদনা :

শাইখ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া মাদানী

শাইখ আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী

দারুলকারার

মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সম্পাদকের কথা

আল-হামদুলিল্লাহ, সকল হামদ আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

অতঃপর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আল্লাহ আমাদের মা'বুদ, মনিব, উপাস্য, আর আমরা সকলেই তাঁর ইবাদ দাস বা উপাসকগোষ্ঠী। এর মধ্যে যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও দাসত্ব করে তারা মুসলিম, মুমিন ও মুহসিন দাস হিসেবে গণ্য। আর যারা তাঁর ইবাদতের সাথে অন্যদের ইবাদত করে বা তার ইবাদত করার স্বীকৃতি প্রদান করে না, তারা কাফির ও অকৃতজ্ঞ দাস হিসেবে স্বীকৃত।

আল্লাহর কৃতজ্ঞ দাসদের বড় ইবাদত হচ্ছে দোআ করা। তারা নিজেরা নিজেদের জন্য দোআ করে। সাথে সাথে অন্য সৃষ্টিকুলের দোআও তারা পেতে চায়। যারা ইচ্ছাকৃত আল্লাহর ইবাদত করে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ফিরিশতাকুল। যারা আল্লাহর ইবাদতের বাইরে কিছু করে না। আল্লাহর প্রিয়

এ সকল বান্দা আল্লাহর আরশ থেকে শুরু করে যমীন পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নে সদা তৎপর। আরশের চারপাশে তারা সর্বদা সালাতের মত করে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরশ বহন করে আছে। আরশের নিচে প্রতিটি আসমানে তাদের অবস্থান। প্রতিটি মানুষের সাথে তাদের রয়েছে সতর্ক পর্যবেক্ষণ। সকালে একদল আরশের দিকে উঠে যায়, আরেকদল যমীনে নেমে আসে। এসব ফিরিশতারা, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যাদের জন্য দোআ করে তাদের দোআ কবুল হওয়ার বেশি উপযোগী। তারা যাদের বিরুদ্ধে বদদোআ করে তাদের বিপদ হবে সর্বনাশা। তাই মহৎ সৃষ্টির দোআর হকদার হওয়ার চেষ্টা করা প্রতিটি ঈমানদারের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত।

'ফিরিশতার দোআয় ধন্য যারা' নামীয় ছোট্ট পুস্তিকাটি পড়লাম। প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রদান করলাম। বইটি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বাংলা ভাষাভাষি ভাইদের উপকৃত করবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আরও দোআ করছি, আল্লাহ যেন আমাদের সকল আমল কবুল করেন। আমীন, সুম্মা আমীন।

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
অধ্যাপক, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সূচিপত্র

অনুবাদকের অনুভূতি	৭
ভূমিকা	৯
যাদের জন্য ফেরেশতাগণ দোআ করেন	১১
নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ ﷺ	১১
যারা আল্লাহর নবী ﷺ এর উপর সালাত (দরূদ) পেশ করেন	১২
ফরয সালাত শেষে যে ব্যক্তি সেখানেই বসে থাকে	১৩
ওযূর অবস্থায় মসজিদে বসে সালাতের জন্য অপেক্ষাকারী	১৬
সামনের কাতারসমূহে উপস্থিত মুসল্লীগণ	১৭
কাতারের ডানে অবস্থিত মুসল্লীগণ	১৯

যারা কাতার সংযুক্ত রাখে এবং কাতারের মধ্যে ফাঁক রাখে না ২০
ইমামের সূরা ফাতিহা শেষে আমীন পাঠকারী ২১
যে ব্যক্তি ওজূ অবস্থায় ঘুমায় ২২
যে ব্যক্তি ফজর ও আসরের সলাত জামাআতে আদায় করে ২৪
কারো অসাক্ষাতে দোআকারী ২৬
আল্লাহর পথে দানকারী ২৭
সাওম রাখতে যারা সাহরী খায় ২৮
সাওম পালনকারীর সামনে যখন খাওয়া হয় ২৯
রোগীর সেবাকারী ৩০
অসুস্থ ও মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো মন্তব্যকারী ৩১
মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারী ৩২
ঈমানদার, তাওবাকারী এবং আল্লাহর আনুগত্যকারী ৩৪
জরুরী জ্ঞাতব্য ৩৬

অনুবাদকের অনুভূতি

إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

শাইখ খালিদ বিন মুতলাক আল-মুতলাক সংকলিত নামক আবরীতে প্রকাশিত السعداء الذين تصلي عليهم الملائكة লিফলেটটি "ফেরেশতার দোআয় ধন্য যারা" নামে অনুবাদ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে সিজদায়ে শোকর, আলহামদু লিল্লাহ।

এ রকম বিষয়ই আমি বেশ কিছুদিন হতে সন্ধান করছিলাম, যেখানে ফেরেশতা কর্তৃক দোআ পাওয়ার হাদীসসমূহ একত্রে পাওয়া যাবে।

একদিন দারুস সুন্নাহ মাদারাসা মিরপুর এর শিক্ষক শাইখ আনিসুর রহমান মাদানীর টেবিলে লিফলেটটি দেখে আনন্দে আহ্লাদিত হই এবং মহান রবের শুকরিয়া আদায় করি। চলে গেল কদিন।

অতঃপর শুরু করি অনুবাদের কাজ, যা আজ আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আবারো রব্বুল আলামীনের শোকর আদায় করছি আলহামদু লিল্লাহ।

বইটি দেশের খ্যাতনামা ও বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারগণের সম্পাদনা পেয়ে উন্নীত হয়েছে অন্যতম উচ্চতায়। তাঁদের সকলকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন এবং ইসলামের সেবায় আজীবন নিয়োজিত রাখুন।

মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। যেকোনো সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে ইনশাআল্লাহ।

সর্বাগ্রে আমার ও মাতা-পিতা অতঃপর বইটি প্রকাশে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের জান্নাতের অসীলা হিসাবে বইটিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করে নিন। আমীন!

বিনীত
আল-আমীন বিন ইউসুফ

ভূমিকা

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে যাদের দোআ সবচেয়ে বেশি কবুল হয়ে থাকে তারা হচ্ছেন ফেরেশতাগণ। কেননা তারা যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুমতি ব্যতীত কোনো কথাই বলেন না, তেমনি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার নির্দেশ ব্যতিরেকে কোনো কাজও করেন না। এছাড়া আল্লাহ তারাবাকা ওয়া তাআলা যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া অন্য কারো জন্য ফেরেশতারা কোনো কল্যাণের দোআ করেন না।

আলোচ্য বিষয়ে বান্দার উপর সালাত বলতে কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন :

- ✓ প্রশংসা
- ✓ পরিশুদ্ধ করা
- ✓ রহমত
- ✓ সম্মান
- ✓ বরকত

ফেরেশতা কর্তৃক বান্দাদের জন্য সালাত দুটি অর্থ দেয়। যথা :

- ➢ দোআ করা
- ➢ ক্ষমা প্রার্থনা করা

যাদের জন্য ফেরেশতাগণ দোআ করেন

নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ ﷺ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন, তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত (দরূদ) পেশ করো এবং যথাযথ সালাম জানাও। (সূরা আহযাব : ৫৬)

যারা আল্লাহর নবী ﷺ এর উপর সালাত (দরূদ) পেশ করেন

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةً صَلَّى اللهُ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে

ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর একবার সালাত (দরূদ) পড়ে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ ঐ বান্দার জন্য ৭০ বার (কল্যাণের) দোআ করেন। অতএব কোনো বান্দার ইচ্ছা–সে রাসূলের উপর সালাত কম পাঠ করবে অথবা বেশি পাঠ করবে। (মুসনাদ আহমাদ, হা. ৬৬০৫ (মাকতাবা শামেলা), ইমাম হাফেয মুনযিরী, হাফেয হায়সামী, সাখাওয়ী ও আহমাদ শাকের হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)

ফরয সালাত শেষে যে ব্যক্তি সেখানেই বসে থাকে

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا ﷺ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ : «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ